সংবাদ

তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ

লাখ টাকা ফি নিয়েও মনিটরিং করছে না ইউজিসি

- চাকরি ছাড়লেন নর্থ-সাউথের আরও তিন শিক্ষক
- জঙ্গিবাদের সমস্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি : ইউজিসি

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছরে এক লাখ টাকা ফি আদায় করলেও তদারকি হচ্ছে না। উদ্যোক্তারা বলছেন, ইউজিসির গাফিলতির কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আর সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সংঘটিত দুটি সন্ত্রাসী হামলা ও সর্বশেষ ঢাকার কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নিহত জঙ্গিদের বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হলেও ইউজিসি চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, 'জঙ্গিবাদের সমস্যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন কোন সরকারি বিশ্বরিদ্যালয়ে আরও বেশি। তবে কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এজন্য এগুলোতে পর্যবেক্ষক বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে।'

এদিকে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের কারণে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) আরও তিন শিক্ষককে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে জানা গেছে। এর মধ্যে দুজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক এবং অপরজন ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব। তবে শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ইন্ধন ও উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আটজন শিক্ষক-কর্মকর্তা বহাল তবিয়তে আছেন ট্রাস্টি বোর্ডের দুজন বিএনপি-জামায়াতপন্থি সদস্যের প্রভাবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে সমালোচনার মুখে থাকা এনএসইউ'র জঙ্গিবাদসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের জবাব দায়সারাভাবে জমা দিয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান। গুলশান ও শোলাকিয়া সন্ত্রাসী হামলা এবং কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নর্থ

লাখ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

লাখ : টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাউথসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নাম আসায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ সোমবার জঙ্গিবিরোধী মানববন্ধনের ঘোষণা দেয় ইউজিসি। গতকাল ইউজিসি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারম্যান এ ঘোষণা দেন। মানববন্ধনে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল মাদ্রাসার প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লাখ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নেবে বলে জানান ইউজিসি চেয়ারম্যান।

নর্থ সাউথের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অবশ্যই নেবো।'

সরকারের অনুমোদন না নিয়ে এনএসইউ'তে শিক্ষকতা করা ২৫/৩০ জন বিদেশি নাগরিকের গতিবিধি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছেন প্রতিষ্ঠানের দেশীয় শিক্ষকরা। বিদেশিরা ভ্রমণ ভিসায় বাংলাদেশে এসে এনএসইউ'তে বছরের পর বছর শিক্ষকতা করছেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে তারা নিজ দেশে গিয়ে কিছুদিন পর ফের বাংলাদেশে আসেন বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অভিযোগ।

এনএসইউ'র পাঁচজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একজন দুজন করে শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করলেই বিশ্ববিদ্যালয়কে জঙ্গিমুক্ত করা যাবে না। প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা সকল বড় কর্তাকেই সরাতে হবে।

চাকরি ছাড়লেন তিন শিক্ষক

জানা গেছে, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গত ২২ জুলাই গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ড. আবুল এল হক এবং ড. আউয়ালকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। একই ধরনের অভিযোগে এনএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব গোলাম জলিলকেও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ ছিল।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনএসইউ'র উপাচার্য প্রফেসর ড. আতিকুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'দুই শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়েছিল, এরকম। আর গোলাম জলিল সাহেব সম্পর্কে যতটুকু জানি- তিনি রিজাইন দিয়েছেন।' নিয়মানুযায়ী তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।

এর আগে গত ১ জুলাই গুলশানের আর্টিজান রেস্তোরাঁয় হামলকারীদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে রিমান্ডে থাকা নর্থ সাউথের স্কুল অব লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন গিয়াস উদ্দিন আহসানকে (জিইউ আহসান) জুলাইয়ের মাঝামাঝি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ড. মোস্তাফিজুর রহমানকেও একই অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়।

বহুল বিতর্কিত শিক্ষকরা বহাল তবিয়তে

কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'পারিবারিকভাবে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে আরও আটজনকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ডের দুজন প্রভাবশালী সদস্যের চাপে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ওই কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন এনএসইউ'র বিজনেস অনুষদের ডিন ড. মাহবুবুর রহমান, একই অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক ড. হান্নান মিয়া, 'ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্রফেশন'র পরিচালক জ্যেষ্ঠ প্রভাষক ফরমান আলী, রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আতাউর রহমান, ড. আব্দুস সালাম এবং ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক।'

এই আটজনের প্রথম তিনজন এনএসইউ'র শিবির ও হিজবুত তাহরিরকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। তারা কয়েক বছর আগে গোপনে 'কাতার' গিয়েছিল। আর জসিমসহ অন্য শিক্ষকরা উপাচার্যকে সার্বক্ষণিক ঘিরে রাখে বলেও অভিযোগ শিক্ষকদের।

জঙ্গি তৎপরতা মনিটরিংয়ে ৩ সদস্যের কমিটি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি তৎপরতা মনিটরিংয়ের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে জানিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন,-'দরকার হলে কমিটির সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। নর্থ সাউথের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো। শুধু নর্থ সাউথ না, যে কোনো নর্থ হোক আর সাউথ হোক, বেসরকারি হোক আর সরকারি হোক জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদই, জঙ্গিবাদ যেখানে থাকুক সরকার এবং দেশের জনগণের জন্য ক্ষতিকর। আমরা চাই না, বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের চর্চা হোক।'

প্রফেসর আব্দুল মান্নান আরও বলেন, দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা-ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- সন্ত্রাসী বা জঙ্গি তৎপরতা বা দেশের স্বার্থের বা সার্বভৌমত্বের কোন ক্ষতি হয় বা স্বাধীনতাকে ক্ষতি করে এমন কোন কাজে কোন বিশ্ববিদ্যালয় লিপ্ত হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ ঘোষণাও করা হতে পারে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাবেক মহাসচিব আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য আমরা বছরে এক লাখ করে টাকা দিই ইউজিসিকে। জঙ্গি খোঁজার দায়িত্বও তাদের। ইউজিসি জঙ্গি খুঁজে না পেলে চাঁদাবাজি বন্ধ করুক।'

এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার মেকানিজম নেই। কোনো সেল বা বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ ইউজিসিতে নেই। আইনে এটা আমাদের কাজও না। ইউজিসি আইন ঢেলে সাজানোর জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ইউজিসির পরিদর্শন দলের আগে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরিরের বই পেয়েছিল। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির আর্থিক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক অনিয়মসহ অনেক বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল জানিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ডিসেম্বর মাসে এক মাসের মধ্যে সেগুলোর জবাব দিতে বলেছিল। এক মাসের সময় জানুয়ারিতে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারা জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। গুলশানের ঘটনা না ঘটলে, তাদের নাম প্রকাশ না পেলে হয়তো এনএসইউ এটা দেয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। গত ১৪ জুলাই তারা সরকারকে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এটি অনেকটা দায়সারা গোছের। প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়টি ১৭ জুলাই আমাদের অবহিত করেছে।'

জঙ্গিবাদসহ নানা অনিয়মের আগের ঘটনার ফলোআপ হিসেবে গত ১৪ জুলাই ইউজিসির তদন্ত কমিটি নর্থ সাউথে গিয়েছিল জানিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'তাদের কাছে কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারেনি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়ার জন্য এক মাস সময় চেয়েছে।'

জঙ্গিবাদ নিয়ে তদন্ত কমিটি কোন প্রশ্ন করেনি- এনএসইউ'র উপাচার্যের এমন প্রশ্নের বিষয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'ওই কমিটি অবশ্যই প্রশ্ন করেছে। নর্থ সাউথের ভিসি ঠিক বলেননি।'